অনুরূপা বিশ্বাস (১৯৩২-)

হাঁস ও প্রিয় সরোবর

হাঁস আর আসবে না জলে
তার চঞ্চল পায়ের পাতা সাঁতারের ছলে
তির তির স্রোতে আর দুলে দুলে বুক ছোঁয়াবে না—

দিঘিটি রেখেছে ঘিরে নিথর সময়
কাল রাতে এইখানে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে
জলছোঁয়া ভিজে মাটি নিরুপায় চোখ মোছে
কিছু ছেঁড়াখোঁড়া পাখনা পালক
বুকের নরম তুলো লোম
স্মৃতিচিহ্ন অবশেষ—ভালোবাসা সরোবর

কিশোরীর কচিহাত যে ঘুঙুর বেঁধেছিল পায়ে
অভিমানে টুংটাং, ডুবে গেছে দিঘির অতলে।

রাত-পরী

ঘন বাঁশবনে শুয়ে আছে রাত-পরী
পাতায় পাতায় এ কেমন কথা বলা?
নীচে ঢালু বেয়ে বসে চলে এক ঝোরা।
মৃদু আলাপনে, শব্দের শিহরণ।

এই নিভৃতে নিশুতি যামের মায়া
গূঢ় সংকেতে হাতছানি দিয়ে ডাকে
পরী হয়ে যায় নারী কেন এই রাতে?
মনের আঁচলে উতলা ময়ুরী নাচে।

অমল জোছনাধারার অঙ্গরাগে
স্মৃতির শরীরে গন্ধধূপের শিখা
দূরে কোন বনে কস্তুরী মৃগ চরে
রাত-পরীটির কামনা বিষাদময়।

১৯শে মে '৮৫

তোমার কাছে প্রাপ্তি অনেক
প্রাপ্য ছিল আরো বেশি
নিষ্কলঙ্ক আকাশ এবং
হা হা হাসির আগলভাঙা
আনন্দকে খুঁজে নেবার প্রতিশ্রুতি
সব কেবলি ওলোট-পালট
সামনে ধুধু বালিয়াড়ি
উটের সারি..মরুজাহাজ
এবং খেজুর বনের কাঁটা
জনশ্রুতি।